জেলার শ্রেষ্ঠ এস আই আলমডাঙ্গা থানার জামির হোসেন

সাজাপ্রাপ্ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তামিল ও মামলা তদন্তে বিশেষ অবদান রাখায় চুয়াডাঙ্গা জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপ-পরিদর্শক নির্বাচিত হয়েছেন আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) জামির হোসেন।

রবিবার সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনস হল রুমে আয়োজিত মাসিক কল্যাণ সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জেলার শ্রেষ্ঠ এসআই জামির হোসেনের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন থানার পুলিশ কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি তার এ অভূতপূর্ব সাফল্যে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এস আই জামির হোসেন বলেন, ‘আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি একটি আধুনিক ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পুলিশ ও জনতার মেলবন্ধন অত্যন্ত জরুরি।

যে কোনো পুরস্কারই কাজে উৎসাহ বাড়ায়। পুরস্কারের জন্য মনোনীত করায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।’

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুলের গণসংযোগ

শেখ হাসিনার সরকার বার বার দরকার এই শ্লোগান কে সামনে রেখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন,সাফল্য ও নৌকায় ভোট

প্রার্থনায় গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গণসংযোগ করেছেন গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল।

রোববার সকাল থেকে সারাদিন গাংনী উপজেলার সাহারবাটি,বামন্দী ও ধানখোলা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ ও বাজারে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গনসংযোগ করেন।

এসময় তিনি আওয়ামীলীগ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কর্মকান্ড তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকার মুখে নয়, কাজে বিশ্বাসী। বিগত নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নির্বাচনী ওয়াদা করেছিলেন তা সিংহভাগ বাস্তবায়ন করেছেন । বাস্তবায়নকৃত কাজের মধ্যে পদ্মা সেতু, শ্রমিকদের মুজুরী বৃদ্ধি, বিনা মুল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে বই বিতরণ, দারিদ্রতা হ্রাস, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান, ও মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি, গরীব ছাত্র ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় করণ, শিক্ষকদের চাকুরী জাতীয় করণ, মেট্রোরেল চালু, প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন, কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান। নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামীন রাস্তা ঘাট, কালভাট ব্রীজ নির্মান, মোবাইল ও ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, হতদরিদ্র মানুষের জন্য গৃহনির্মান, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলমান, সারা দেশে ব্যাপী বিদ্যুৎ এর ব্যাপক উন্নয়ন, কৃষিতে সফলতা, অনলাইন সেবা প্রদান,, নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দান, বেকার যুবক ও যুবতীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা সহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে সাফল্য তুলে ধরেন তিনি।

এসময় আওয়ামীলীগ,যুবলীগ,ছাত্রলীগ সহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতা কর্মিরা উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন আগামী জাতীয় নির্বাচনে মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের জন্য তিনি মনোনয়ন প্রত্যাশী হিসাবে সহযোগীতা এবং আওয়ামীলীগের নৌকার পক্ষে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

দামুড়হুদায় উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের উপসহকারী সার্জন না হয়েও করছে অপারেশন প্রতিনিয়ত

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের উপসহকারী প্রাণী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে সার্জন না হয়েও নিয়মিত বড় ধরনের অপারেশন করার অভিযোগ উঠেছে। প্রতিনিয়ত তিনি গবাদিপশুর অপারেশন করে চলেছেন। কোন অদৃশ্য শক্তির বলে সে একের পর এক কৃষকের গরুর ভুল চিকিৎসা দিয়ে আসছে জানানেই কারো।

অনুসন্ধানে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের রমজান আলীর ছেলে দরিদ্র কৃষক আঃরহমানের একটি লাল রঙের এড়ে গরু অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের উপসহকারী প্রাণী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নজরুল ইসলামের স্বরনাপন্ন হন। ওই কর্মকর্তা দরিদ্র কৃষকের বাড়ি গিয়ে গরুটিকে ক্ষতস্থানে অস্ত্রপাচার করতে হবে আর এজন্য খরচ হবে মোটা অংকের টাকা। গত আনুমানিক ৩মাস আগে গরুটি সুস্থ হয়ে না উঠলে চিকিৎসক নজরুল ইসলামের কাছে যান দরিদ্র কৃষক আঃরহমান। সেসময় দরদাম ঠিক হবার একপর্যায়ে প্রাণী চিকিৎসক নজরুল ইসলাম দরিদ্র কৃষকের বাড়ি গিয়ে গরুটির ক্ষতস্থানে ভুল অস্ত্র পাচার করে। এরপর দিনেদিনে গরুটি আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। ক্ষতস্থানে দগদগে গা দেখা দিয়েছে। গরুটির মালিক বারবার মোবাইলে ওই প্রাণী চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করলেও গরুটির আর চিকিৎসা দিচ্ছেন না। গরুটি দিনদিন শুকিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্যধীক টাকা মূল্যের গরুটি মারা যাবে বলে আশঙ্কা করছে গরুর মালিক।

এদিকে, সম্প্রতি সময়ে দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা মোড়পাড়ার আনসার আলির ছেলে দিনমজুর আঃকুদ্দুছের একটি ৮মাসের গাভী গরুর শরীরে মোটা অংকের টাকা নিয়ে ভুল অস্ত্রপাচার করে। গাভীটির শরীরে অস্ত্রপাচারের দিন রাতে গাভীটি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভুক্তভোগী আঃকুদ্দুছ বারবার মোবাইল করে উপসহকারী প্রাণী চিকিৎসক নজরুল ইসলাম কে। বারবার কল দেয়ার পরও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। এর কয়েকদিন পর গাভী গরুটি মারা যায়। ভুক্তভোগী আঃকুদ্দুছ বাদী হয়ে

উপসহকারী নজরুল ইসলামের নামে লিখিত অভিযোগ করে থানা সহ সংশ্লিষ্ট দফতরে। যা বেশ কয়েকটি গণ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের উপসহকারী প্রাণী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম বলেন, আমি অনেক দিনআগেই পুরাতন বাস্তপুরের আঃরহমানের গরুর অপারেশন করেছি। সেই সময় তাকে বলেছিলাম গরুটি বিক্রি করে দিতে। আর তার কাছ থেকে চিকিৎসা বাবদ, ১ হাজার বার শ টাকা নিয়েছি। তিনি আরও বলেন, আমি মেলা অপারেশন করেছি হবে তো। চিৎলায় আমার চিকিৎসা দেয়া গরুটি মারা যাওয়ার ঘটনায় আমার বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছে। এখন তাদের গরু যদি ভালো না হয় তাহলে অন্য কারো দিয়ে চিকিৎসা করাক। ওরা মনে করেছে চিৎলার ঘটনায় হেমারিং হয়েছে হয়তো ওরাও অভিযোগ করলে আসমান থেকে একটা গরু চলে আসবে। তবে করুক,রিপোর্ট করিয়ে আসমান থেকে গরু নিয়ে আসুক।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা তাসলিমা খাতুন বলেন, অপারেশন তো ওনার করার কথা না। আমাদের তো ভেটেনারি সার্জন নাই হয়তো সেজন্য উনি কিছু চিকিৎসা করে সাপোট দেন। এখন তো অনেকেই শিখে চিকিৎসা দিচ্ছে। সবাইকে তো আর ওভাবে রোধ করা সম্ভব না। তিনি আরও বলেন, ইতোপূর্বে এধরণের একটি অভিযোগের পেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে। যদি ভুক্তভোগী খামারি লিখিত অভিযোগ করে তাহলে তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনার কুন্দিপুরে আদালতের নির্দেশে বসতঘর উচ্ছেদ

আশ্রহীন মানুষের আশ্রয়স্থল করতে নানা কর্মসুচি বা¯ত্মবায়ন করে চলেছে সরকার। এ কর্মসুচির মধ্যে জমি আছে ঘর নেই, আবার জমি ঘর কোনটায় নেই। সে সকল ছিন্নমূল মানুষের জন্য জমি ও ঘর তৈরী করে দিচ্ছেন সরকার। ঠিক তখনি চুয়াডাঙ্গার কুন্দিপুর গ্রামে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে একটি পরিবারের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

ফলে খোলা আকাশের নিচে মানবতের জীবন যাপন করছে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবার।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের কুন্দিপুর গ্রামের কপিল উদ্দিনের ছেলে ভারত ওরফে দিল মোহাম্মদরে সাথে ১৭ নং নেহালপুর মৌজার মাদার ম-লের ছেলে মোফাজেলের সাথে বসত ভিটার ৩ কাটা জমি নিয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা চলে আসছিলো। বিজ্ঞ আদালতের বিচারক কাগজপত্র পর্যালচনা করে মামলার বাদী ভারতের পড়্গে ডিগ্রী জারি করেন। সেই সাথে জমিতে থাকা সকল প্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পদ উচ্ছেদের নির্দেশ প্রদান করেন। তারি আলোকে গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে জেলা জজ আদালতের নাজির নজরম্নল ইসলামসহ হাবিবুর রহমান, তরিকুল ইসলাম দর্শনা থানা পুলিশের সহযোগিতায় নালিশি জমিতে থাকা সকল প্রকার স্থপনা ভেঙ্গে ফেলেন। উচ্ছেদের ফলে ৫ সদস্য বিশিষ্ট মোফাজেলের পরিবারের লোকজন খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেয়।

মোফাজেলের স্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, ১৭ বছর এই ভিটাই বসবাস করছি। আমাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে এমন কোন নোটিশ পায়নি। সকালে হঠাত করে দেখি আদালতের লোকজন এবং পুলিশ এসে সবকিছু ভাঙ্গা শুরু করে দিয়েছে। আমরা মূর্খ মানুষ এতকিছু বুঝি না। আর ৪-৫ দিন পর আমার বড়মেয়ের বাচ্চা হবে। এখন তিন মেয়ে নিয়ে কোথায় উঠব জানিনা। জমিজমা বলতে জীবনের সকল উর্পাজন দিয়ে এই বসত ভিটা টুকই কিনে ছিলাম। আদালতের রায় বাস্তবায়ন করতে আসা জজ আদালতের নাজির নজরুল ইসলাম বলেন, আইনি বিষয় আইনগত ভাবেই মোকাবেলা করতে হয়। আমরা বিজ্ঞ আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন করতেই এসেছি।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা গ্রামের অনেকেই বলেন, সত্য মিথার বেড়া জালে পড়ে মোফাজেলেক বসত বাড়ি ছাড়তে হচ্ছে। তবে ঘটনাটি অমানবিক ও দু:খজনক।

দামুড়হুদা লোকনাথপুরে ট্রাক-

ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষ, শিশুসহ আহত-৫

দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুরে ট্রাক ও ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ইজিবাইকে থাকা শিশুসহ পাচ যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে।

আহতরা হলেন, দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত. জালাল উদ্দিনের ছেলে (ইজিবাইক চালক) সাইফুল ইসলাম (৩৭), দামুড়হুদার রুদ্রনগর গ্রামের জমির উদ্দিনের স্ত্রী শুকতারা বেগম (৪০), কাদিপুর গ্রামের মৃত. আলী হোসেনের ছেলে রোকন (৩০), রোকনের ছেলে রুহিন (৫) ও একই উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে জিহাদ আলী (১৮)।

রবিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে তাদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া তিনজনকে ভর্তি করে অপর দুইজন ব্যক্তিকে গুরুত্বর আহত হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসক ডঃ মখলেছুর রহমান তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

স্থানীয়রা সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা থেকে ইজিবাইকে কয়েকজন যাত্রী নিয়ে নিজ কাজের জন্য দর্শনায় যাচ্ছিল। এই সময় লোকনাথপুর বাজারে পৌছালে বিপরীত থেকে আসা (যার নং কুষ্টিয়া -ট ১১-০২৮০) একটি ট্রাক এসে ইজি বাইকের সামনাসামনে ধাক্কা মারে । এতে ইজিবাইক চালক সহ যাত্রীরা ছিটকে পাকা রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে দর্শনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা তাদের উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। ট্রাক ড্রাইভার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও ট্রাকটি দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে নেন পুলিশ।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, দূরঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থানে যায়,আহত ৫ জনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রের্ফাড করা হয়েছে।ট্রাকটি আমাদের হেফাজতে রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক নূর

জাহান রুমি বলেন, তাদের শারীরিক অবস্থা শঙ্কামুক্ত কিনা এখনি বলা সম্ভব নয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ভর্তি করা হয়েছে। সার্জারি কনসালটেন্ট চিকিৎসক পরবর্তী চিকিৎসা দেবেন। ২৪ ঘন্টা না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না।

ঝিনাইদহের বিশিষ্ট আইনজীবী নওশের আলীর ইন্তেকাল

ঝিনাইদহ জজ কোর্টে বিশিষ্ট আইনজীবী নওশের আলী (৮৫) ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাহীর রাজিউন)।

রবিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে নয়টার দিকে ঢাকার নিউরোসাইন্স হাসপাতলে বাধ্যর্ক জনিত অসুস্থতার কারণে চিকিৎসরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন।

তিনি হরিণাকুন্ডু উপজেলার শিংগা গ্রামের মরহুম ভিকু বিশ্বাসের সান্তান। বর্তমানে তিনি ঝিনাইদহ শহরের মদন মহন পাড়ায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। তিনার বড় ছেলে আলী রেজা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিজ্ঞ বিচারপতি, মেজ ছেলে ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং ছোট ছেলে ঝিনাইদহ জজ কোর্টের আইনজীবী। মরহুম এ্যাড. নওশের আলী ঝিনাইদহ আইন অঙ্গনের এক উজ্জল নক্ষত্র। তাঁর এই মৃত্যুতে ঝিনাইদহ আইনজীবী সমিতি এক বিশিষ্ট আইনজীবীকে হারালো।

মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও এক কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই এমপি, ঝিনাইদহ জজ কোর্টের জেলা জজ নাজিবুদৌলা, জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ শোক জানিয়েছেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। বাদ মাগরীব ঝিনাইদহ ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে মরহুমের জানাযা সম্পন্ন হয়েছে ।

কোটচাঁদপুরে অসহায় মানুষের

মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

দরিদ্র,অসহায় ও দুস্ত মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরের সাফদারপুর বাজার পরিচালনা কমিটি ও বণিক সমিতির উদ্যোগে রবিবার বিকালে সমিতির কার্যালয়ে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাজার পরিচালনা কমিটি ও বণিক সমিতির সভাপতি আয়েছ উদ্দিন মিয়া।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বনিক সমিতির সহ-সভাপতি শাহাবুল হক। শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বনিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম। সার্বিক সহযোগিতা ছিলেন বনিক সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, কোষাধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন মাস্টার, আবুল কালাম আজাদ, আব্দুল লতিফ লতা,ডাক্তার রফিকুল ইসলাম, মনিরুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম,ফিরজ,সোহাগ প্রমুখ । সে সময় ৬০ জন এলাকার অসহায় মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের

সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড

অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে রবিবার সকাল সাড়ে আটটার সময় জেলায় বিভিন্ন ইউনিট ইনচার্জ ও অফিসার ফোর্সদের

অংশগ্রহণে সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামি গ্রহণ শেষে প্যারেড পরিদর্শন করেন। প্যারেড অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান। এ সময় পুলিশ সুপার প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ফোর্সদের শারীরিক ফিটনেস ও টার্ন আউটের উপর ভিত্তি করে জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করেন।

পুলিশ সুপার প্যারেড পরিদর্শনান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং জেলা পুলিশের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে আইজিপি, রেঞ্জ ডিআইজি প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে বক্তব্য প্রদান করেন।

উক্ত সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেডে আরো উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) মোঃ মুন্না বিশ্বাস সহ সকল অফিসার ইনচার্জগণ, ডিআইও-১, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, টিআই (প্রশাসন), আরআই, পুলিশ লাইন্সসহ চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল থানা, ফাঁড়ি, তদন্তকেন্দ্র ও পুলিশ ক্যাম্পের অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।

মেহেরপুরে ব্রোকলি চাষ করে লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা

মেহেরপুরে পরীক্ষামুলক ভাবে ব্রোকলির চাষ শুরু করেছেন কৃষকরা। প্রথমেই লাভবান হয়েছেন অনেক কৃষক। অল্প খরচ,চাহিদা বেশি,দামও ভাল পাওয়ায় ব্রোকলির আবাদের দিকে ঝুকছেন জেলার অনেক কৃষক। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ‘সি’, ক্যালসিয়াম ও লৌহ সমৃদ্ধ শীতকালীণ সবজি ব্রোকলি। অনেকেই সবুজ ফুলকপিও বলে থাকেন। তবে সাদা রংয়ের ফুলকপির চেয়ে সুস্বাদু ও বেশি পুষ্টিগুণে ভরপুর। পরিক্ষামুলক চাষেই লাভবান তারা। বাংলাদেশের মানুষের কাছে অপরিচিত ও অপ্রচলিত সবজি হলেও এটি আবাদে কৃষকরা আর্থিক ভাবে বেশি মুনুফা পাবে বলে জানিয়েছেন কৃষি বিভাগ।

মেহেরপুরের গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের কৃষক জাকারুল ইসলাম জানান, তিনি ফুলকপি আর বাঁধাকপির আবাদ করতেন। এ আবাদ এলাকার সকলেই এক সাথে করায় অনেক সময় লোকসান হতো। পরে স্থানীয় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিকেএসএফ)’র উদ্যোগে তিনি নতুন সবজি হিসেবে ব্রোকলি আবাদ শুরু করেন। চার বছর আগে তিনি প্রথমে এক বিঘা জমিতে ব্রোকলি চাষ করে লাভ- লোকসানের পার্থক্য করেন। প্রথমে ব্রোকলির বীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিনামুল্যে প্রদান করে পিএসকেএস নামক ওই সংস্থাটি। প্রথমেই তিনি এক বিঘা জমিতে খরচ বাদ দিয়ে ৫০ হাজার টাকা লাভের মুখ দেখেন। সেই থেকে এখন তিনি ব্রোকলির আবাদ করছেন।

তিনি আরো জানান, পিকেএসএফ অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থা পিএসকেএস তাদের কৃষি অফিসারের মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়েছে ব্রকলি আবাদের। সেই সাথে বীজও সরবরাহ করেন। এ বছর আমি আড়াই বিঘা জমিতে ব্রোকলি চাষ করেছেন তিনি। এখন বিক্রি মৌসুম চলছে। উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে বিঘাপ্রতি অর্ধলক্ষ টাকা লাভ থাকবে বলেও আশা করছেন তিনি।

সবজি চাষি আবুল কাশেম জানান, একই জমিতে বারবার একই ফসলের চাষ করা যাবেনা বলে কৃষি অফিস থেকে পরামর্শ দেয়া হয়। তাই নতুন সবজি হিসেবে ব্রোকলির বীজ সংগ্রহ করে দশ কাঠা জমিতে পরিক্ষামুলক চাষ করে গত বছর লাভ পেয়েছি। এবছর এক বিঘা জমিতে ব্রোকলি চাষ করেছি। বিক্রি শুরু হয়েছে। বাজারে চাহিদা ও দাম ভাল আশা করছি লাভবান হবো।

হিন্দা গ্রামের কৃষক শাজাহান আলী জানান, কয়েকজনের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে ব্রোকলি আবাদ করেছেন। তবে সাদা রংয়ের ফুল কপির চেয়ে রোগ বালাই ও খরচ কম। বাজারেও চাহিদা রয়েছে।

কৃষি বিভাগের হিসেব মতে, প্রতি শতক জায়গায় ২৫-৩০ দিন বয়সের ২০০টি চারা রোপন করে মাত্র ৫০-৬০ দিন পরই ৪০ মণ ব্রোকলি উৎপাদন করা সম্ভব। ব্রোকলি সাধারণত দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটিতে ভাল হয়। মধ্য ভাদ্র-মধ্য পৌষ এর মধ্যে বীজ বপন ও চারা রোপন করতে হয় । ২৫-৩০ দিন বয়সের চারা ৫০ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপন করতে হয়। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে গোবর সার বা কেঁচো কম্পোষ্ট সার ব্যবহার করলে ভাল ফলন হয় এবং রোগ বালাই কম হয় বরে জানান পলাশীপাড়া সংস্থার কৃষি কর্মকর্তা মোস্তফা রাব্বি।

পুষ্টিবিদ জান্নাতুন ফেরদৌস জানান, ব্রোকলি একটি ক্রসিফেরী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত শীতকালীন সবজি। এতে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফোলেট, আঁশ আছে। এতে হৃদরোগ, বহুমূত্র এবং ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। ব্রকলি জারণরোধী ভিটামিন এ এবং সি সরবরাহ করে কোষের ক্ষতি রোধ করে।

নতুন নতুন সবজি ফসলসহ বিভিন্ন ফসলের আবাদ করে জেলার কৃষকরা যাতে সাবলম্বী হতে পারে সে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে পিএসকেএস। মেহেরপুর জেলায় প্রথম ব্রোকলি বীজ নিয়ে আমাদের সদস্যদের মাধ্যমে চাষ শুরু করেছি। যারা ব্রোকলি চাষ করেছেন তারা সকলেই লাভবান হচ্ছেন বলে জানান সংস্থার নির্বাহী পরিচারক মুহঃ মোশাররফ হোসেন।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক শংকর কুমার মজুমদার জানান, ব্রোকলি লাভজনক হিসেবে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং সবার কাছে সমাদৃত বটে আমাদের দেশে। কারণ কপি গোত্রের অন্যান্য সবজির চেয়ে ব্রোকলি অপেক্ষাকৃত বেশি পুষ্টি সমৃদ্ধ ও ক্যান্সার প্রতিরোধক।মেহেরপুরের কয়েকজন চাষি ব্রোকলি আবাদ করেছেন। তবে এর তেমন কোন পরিসংখ্যান এখন পর্যন্ত করা হয়নি। কারন মেহেরপুরের কিছু কৃষক পরিক্ষামুলক হিসেবে চাষ করছেন। তবে যারা ব্রোকলি চাষ করেছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি সকলেই ভাল ফলন পেয়েছেন এবং লাভবান হচ্ছেন। আমরাও ব্রোকলির চাষ বৃদ্ধির পরামর্শ দিচ্ছি।

মুজিবনগরে জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহের উদ্বোধন

“কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করি কৃমি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ি” “আপনাদের স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ পালন উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, ঢাকা

মহাখালী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ফাইলেরিয়াসিস, কৃমি নিয়ন্ত্রণ ও খুদে ডাক্তার কার্যক্রম রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার বাস্তবায়নে এবং মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আয়োজনে, জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ ২২ জানুয়ারী থেকে ২৮ জানুয়ারী ২০২৩ পালনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়ে কৃমিনাশক সপ্তাহের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আলিফ হোসেন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইন্সপেক্টর আব্দুল হাই।

২২শে জানুয়ারী রবিবার থেকে ২৮শে জানুয়ারী শনিবার এই ৭ দিন উপজেলার ৫ বছর থেকে ১৬ বছর বয়সী সকল শিশুকে একটি করে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হবে।